পুলিশি বর্বরতা এবং সরকারের ভূমিকা - মোর্শেদ আলী

রোম যখন পুড়ছিল তখন সম্রাট নিরো প্রাসাদে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল- ইতিহাসের এই অনন্য ঘটনা প্রায়ই আমাদের দেশে ঘটে চলেছে। কানসাটে পুলিশ যখন গুলি করে মানুষ মারছে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন দলবলসহ তুরস্ক সফরে গেলেন যেন দেশে সবকিছু স্বাভাবিক। এর চেয়ে পরিহাসের বিষয় আর কী হতে পারে।

দেশের একটি জেলার হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে বিদ্যুতের জন্য। সেই লড়াই শুরু হয়েছিল জানুয়ারিতে। মৃত্যু বরণ করেছিল ৮ জন কৃষক এবং নির্যাতিত হয়ে ছিল হাজার হাজার গ্রামবাসী। সরকার দাবি না মেনে আন্দোলনকারী নেতা ও সমর্থকদের বল প্রয়োগের মাধ্যমে দমাতে চেয়ে ছিলেন। এর ফল হয় উল্টো। জনগণের বিক্ষোভ দ্বিগুণ হয় এবং এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পুনরায় আন্দোলনে নামে। সরকার পুলিশ ও গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে আন্দোলনকারীদের মোকাবেল করতে চাইলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন রাজশাহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিনু। মিনুর বক্তৃতা বিবৃতিতে এখন মনে হয় যে, আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাস করছে- তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। লেলিয়ে দিলেন পুলিশকে। শত পুলিশ বন্দুক তাক করে জনতাকে দমন করতে এগিয়ে গেলেন। গ্রামবাসী.আমজনতা লাঠি, বল্লম, দা, ঝাঁটা নিয়ে তাদের মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসলো। ঘেরাও হয়ে গেল পুলিশ। দিশা না পেয়ে পুলিশ গুলি.টিয়ারগ্যাস মেরে পিছু হইতে বাধ্য হলেন। পুলিশ জীবন রক্ষার জন্য পালানোর পথ পায়নি। গ্রামবাসী পরে অতিরিক্ত পুলিশ এসে উদ্ধার পায়। প্রশাসন ও সরকার পক্ষ কী পরিমাণ আহাম্মক হতে পারে এ ঘটনা তার প্রমাণ। যেখানে দাবি আদায়ে গ্রামবাসী মরিয়া হয়ে উঠেছে সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ.আলোচনায় না গিয়ে এক হাত দেখে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরে পুলিশের গুলিতে আরও ১২ জনের জীবন যাওয়ার পর এবং হাজার হাজার নারী পুরুষের অমানুষিক ভোগান্তির ফলে সরকারের টনক নড়লো।

মন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়া বললেন ঘটনা দুঃখজনক। নিষ্পত্তির দায়িত্ব ছিলেন মিনুসহ চার মন্ত্রীকে। সরকার লেজে গোবরে একাকার হয়ে সাংবাদিক ও আইনজীবীদের মধ্যস্ততা করতে অনুরোধ করলেন। এর মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয় সরকার কতোটা জনবিচ্ছিন্ন, শুধু হাই নয়, সরকার জনগণের মনের কথা বুঝতে নারাজ। দেশে সার সংকট, বিদ্যুৎ সংকট চলছে, কৃষক ধান লাগাতে পারছে না, চাল, চিনি তেলের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে না- দেশের গরিব মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা পুলিশের গুলিতে, টিয়ারগ্যাস, পরওয়া করছে না। উত্তেজনা এমন ছিল যে মৃত যুবকের মা বলছে ‘ছেলে মরেছে আমিও মরবো পুলিশ গুলি চালাল না কেন’- কী দোষ করছি আমরা। এর পরের ঘটনা মোটামুটি খবরের কাগজ পাঠকগণ জানেন। জনগ এও বুঝলেন যে, জনগণের এমন দুরবস্থায় তাদের মনের মত ভূমিকা দেশের বিরোধী দলগুলোও রাখছে না। দেশের মানুষ যখন দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত তখন প্রধান মন্ত্রীসহ শাসকগোষ্ঠীর নেতারা বলছেন বাজার অর্থনীতিতে এমনই হয়।

মানুষের প্রশ্ন, তাহলে সরকারের কাজটা কী? জোট সরকার বর্তমান আর্থরাজনীতিক পরিস্থিতি এমন করে ফেলেছে যে, কোনওভাবেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। প্রশাসনও অনেকটা অচল হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বেপারওয়া হয়ে গেছে- কথায় কথায় গুলি চালাচ্ছে।

এই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চট্টগ্রামের ক্রিকেট খেলার মাঠে। অন্যায়ভাবে পুলিশ হামলা করেছে সাংবাদিক ও ফটো সাংবাদিকদের ওপর। পুলিশের নির্মম পিটুনি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দেশবাসী দেখেছেন। এটাই হচ্ছে সর্বত্র। প্রশাসনের সব পর্যায়ে দলীয়করণের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। যেন জবাবদিহিতার কোনও বালাই নেই। বড়জোর পুলিশ সাহেবদের ক্লোজ করা হচ্ছে। দৃশ্যত জনগণের সঙ্কট মোকাবেলায় সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। কোনও মন্ত্রীর মুখে দুঃচিন্তার ছাপ নেই। কোনও উদ্যোগ নেই পরিস্থিতি মোকাবেলায়।

তাই এমন পরিস্থিতিতেও প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে যায়। দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে তাদের রাজনীতিক কৌশলের কারণে। এখন দুই জেএমবি নেতাকে গ্রেফতার করে টিভি চ্যানেলে রোজ দেশবাসীকে নাটকে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে।

তবে দেশের না খাওয়া জনগণ দেখছে ক্রিমিনালদের কতো আদর.যত্ন করছে জোট সরকার। আবার কথায় ফিরে আসি। কানসাটের ঘটনা অর্থাৎ দাবি.দেওয়ার আন্দোলন এখন সেখানেই সীমাবদ্ধ নেই। দেশের প্রায় জেলাতে- থানায় থানায় পল্লী বিদ্যুতের অনিয়ম.দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ ডিজেলের অভাবে ইরি উৎপাদন অনেক কম হবে। সামনে আকাল অনিবার্য হয়ে উঠেছে অনেকটা। তাছাড়া টাকার মান যেভাবে কমছে ক'দিন পর এক ব্যাগ টাকা দিয়ে এক ব্যাগ বাজার পাওয়া দুস্কর হয়ে উঠবে। এটাই খুঁজিবাদ.সাম্রাজ্যবাদের অমোঘ নিয়ম। বিশ্বযুদ্ধ না হলেও বিশ্বেতো যুদ্ধ গেলেই আছে। আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণের পর মার্কিনিরা ইরান আক্রমণের পায়তারা করছে।

এমতাবস্থায় চলমান রাজনীতি.অর্থনীতি যেটা দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চলছে তা আর মানুষকে দেশে দেশে স্বস্তি দিতে পারছে না। বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমার দেশের মানুষও এর পরিবর্তন চায়। তাই শুধু আজ সরকারের বদল নয়- সরকারি নীতিরও বদল ঘটাতে হবে। সেই লক্ষ্যেই বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠন ছাড়া দেশ ও জনগণে মুক্তি নেই। বিশ্ব ব্যাংক.এডিবিএর সাহায্য আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে অক্ষম সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন না বাড়া মানে হচ্ছে দেশের উন্নয়ন সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের বক্তৃতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ছে না। আর সম্প্রতি এডিবি এর দেশীয় প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদন না বাড়ায় সরকারি ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। তারা এতোদিন সরকারের দুর্নীতি, ব্যর্থতা চোখে দেখে নাই। একজন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও নেতা বহুযুগ আগেই বলে ছিলেন যে, 'বিদ্যুৎ মানে বিপ্লব'। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে এ দেশে বিপ্লবের প্রয়োজন। কোনও গতানুগতিক রাজনীতি দিয়ে একাজ সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। দেশের মানুষ কিন্তু এমন পরিবর্তনই চায়। তারা আবার '৭১.এর মতো প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এখন চাই সৎ.দেশপ্রেমিক.মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

মোর্শেদ আলী: রাজনীতিক ও কলাম লেখক।

Source: http://www.ajkerkagoj.com/2006/April25/khola_hawa.html#4